জানবার কথা

(৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম. এ.

লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

নূতন সংস্করণ

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

১৯৪০

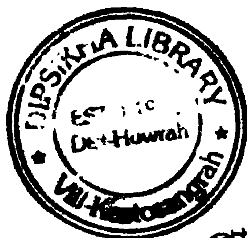
মূল্য ।৶০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



প্রাপ্তিস্থান :—

১। জে. সি, ব্যানার্জ্জি,
১৫, কলেজ স্কোয়ার।

২। সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী
ক্যানিং ষ্ট্রীট।

৩। শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী,
বর্দ্ধমান।

৪। সিদ্দিক লাইব্রেরী,
কল্যাণপুর, হাওড়া।

৫। বয়েজ লাইব্রেরী.
ফরিদপুর।

মুদ্রাকর—

শ্রীপ্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রভাত প্রেস

কল্যাণপুর, হাওড়া।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'জানবার কথা' পড়িয়া শুধু খুসী হই নাই, সেই সঙ্গে অনেক কিছু নূতন জিনিষ ফাঁকি দিয়া শিখিয়া লইয়াছি। এই শ্রেণীর পুস্তক শুধু ছাত্রদের নয়, ছাত্রদেব মাষ্টার মহাশয় এবং বাপ-ঠাকুর্দ্দাদেরও হাতেব কাছে সর্ব্বদা থাকা দরকার।

গ্রন্থকার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিতে—'ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য', 'ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য', 'ভাবতীয জ্ঞাতব্য', 'পৃথিবীর জ্ঞাতব্য', 'বিবিধ জ্ঞাতব্য', 'বাঙ্গালার স্মরণীয় স্থান', 'বার ভূইয়ার নাম', 'বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের নাম', খেলা ধূলা' 'হিন্দু রাজাদের নাম', 'মুসলমান বাজাদেব নাম', 'বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকসংখ্যা', 'রেলপথ' প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীতে বি·ক্ত করিয়া এই একটা মস্ত বড সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যে, পাঠকগণকে কিছু জানিবাব জন্য সারা বইখানি হাতড়াইয়া মরিতে হয় না।

ঘরে বসিয়া বাতাবাতি সবজান্তা হই..ক হইলে এই বইখানি যে গৃ.. রাখা দরকার, সে কথা স্বীকাব করিতে আমি বাধ্য: কারণ আমি দেখিয়াছি, বইখানির শুভাগমনেব পর হইতে আমাদেব বাড়ীব ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর ভাবে সবজান্তা হইয়া উঠিয়াছে এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ প্রশ্নবর্ষণে গুরুজনদিগকে শুধু জ··রবিত নয়, রীতিমত পরাজিত করিয়া প্রচুর বিজয় গর্ব্ব অনুভব করিতেছে।

২৬. ১০. ৪০.

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী



জানবার কথা



বিবিধ জ্ঞাতব্য

১। পৃথিবীর বয়স হ'ল ১৭২,৫০,০০,০০০ বছর।

২। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট বাৎসরিক প্রায় ২০২,০০০৲ টাকা বেতন পান, আমাদের মহামান্য বড়লাট বাহাদুর পান বাৎসরিক ২৫০,৮০০৲ টাকা।

৩। পৃথিবীর সমস্ত রেল লাইনের মধ্যে 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্'-এর রেল লাইন সব চেয়ে বেশী লম্বা। এখানকার রেল লাইন সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৩,৮০০ মাইল। ভারতের রেল লাইন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৩,০০০ মাইল।

৪। ভারতে বর্ত্তমান লেখা পড়াজানা লোক, শতকরা ১০ জন।

৫। উত্তর মেরু বৎসরে ৭ ইঞ্চি করে দক্ষিণে সরে।

৬। স্বাস্থ্যকর জায়গার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার সিড্নী সহরই অন্যতম।

৭। পৃথিবীতে ৩৫,৭০০,০০০টী টেলিফোন আছে।

৮। পৃথিবীর সব চেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা সাইবেরিয়ায় ভার্খয় আনস্ক, আর সব চেয়ে গরম জায়গা ভারতবর্ষের জ্যাকোবাকাবাদ এবং ইউরোপের ডেম্ ভ্যালি।

৯। রেল ষ্টেশনের প্লাটফরমের মধ্যে পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা হচ্ছে—বিহারের শোণপুর ষ্টেশনের প্লাটফরম। (২৪১৫ ফিট্)।

১০। সর্ব্বাপেক্ষা বড় রেলওয়ে ষ্টেশন হচ্ছে নিউইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিন্যাল ষ্টেশন। এখানে ৪৭টী প্লাটফরম আছে।

১১। পৃথিবীর ধনীলোকের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম, বরদার গায়কোবাড়, আগা খাঁ (ভারতবর্ষ), হেন্‌রি ফোর্ড, রক ফেলার (আমেরিকা)।

১২। ইংরাজী ভাষায় সাত লক্ষ, জার্ম্মাণ ভাষায় তিন লক্ষ, ফরাসী ভাষায় দু'লক্ষ দশ হাজার, ইতালী ভাষায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কথা আছে।

১৩। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লোকসংখ্যা বেশী চীনে, তারপর হ'ল ভারতবর্ষে।

১৪। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সহর লণ্ডন। লণ্ডনের লোক-

সংখ্যা ৮,৭৪৭,১৪৩. লক্ষ। কলিকাতার লোকসংখ্যা ১১,৯৬,৭৩৪।

১৫। সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী প্যারীর "বাইবিলিয়োথেক ন্যাশনেল"। তারপরই নাকি রাশিয়ার "লেনিন লাইব্রেরী"।

১৬। পৃথিবীর সংবাদ-পত্রের ৫০ ভাগ ইংরাজীতে ছাপা হয়।

১৭। সুমাত্রা দ্বীপে "রাফ্‌লেসিয়া" সব চেয়ে বড় ফুল।

১৮। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মেলা হয় রাশিয়ায় "নিজ্‌নিনভ গোরড্‌ দেশে"। বিহারের শোণপুরের মেলাও পৃথিবীর বড় মেলার মধ্যে স্থান পায়।

১৯। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু হচ্চে নিউইয়র্কে ইষ্ট নদীর উপরে "হেলগেট সেতু" দৈর্ঘ্যে ১৩৫৫৩ ফিট্‌। ভারতবর্ষে শোণ নদীর উপরে শোণ ব্রীজ।

২০। মোটরে স্যার এম, ক্যামবল ঘণ্টায় ১৩০·৯১ মাইল ও এরোপ্লেনে জার্ম্মানীর পি, ওয়েণ্ডেল মিনিটে ৭॥০ মাইলেরও বেশী চালিয়ে রেকর্ড করেছেন।

২১। বৃটেনের গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে একটী ইঞ্জিন আছে। এই ইঞ্জিনখানি হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ইঞ্জিন। ১৮৫৭ সালে উহা নির্ম্মিত হয়। ১৮৭৯ সালে উহার সকল অংশ বদ্‌লান হয়।

২২। বৃটেনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৩৪৩ সালে ছিল ৪৬,০০,০০০। প্রতি ছাত্র বাবদ

সরকার গড়ে খরচ করেন বৎসরে ১৪ পাউণ্ড, ১৪ শিলিং, ১০ পেন্স।

২৩। সমুদ্রের ৬,০০০ ফিট্ জলের নীচেতে উত্তাপ কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না।

২৪। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ঘড়ি পোপ ব্যবহার করেন। ইহার দাম প্রায় ৬০,০০০ পাউণ্ড।

২৫। 'অ্যাকটীনিয়াম' আজকাল পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় ধাতু।

২৬। সব চেয়ে বড় এরোপ্লেন হচ্ছে জার্ম্মাণীর Hindenburg।

২৭। অষ্ট্রেলিয়ার "ক্রাকার্ড" বড় লবণের খনি।

২৮। কলিকাতায় ট্রাম লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ বর্গ মাইল, অবশ্য হাওড়া ছাড়া।

২৯। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে ওকল্যাণ্ড পর্যন্ত ৮½ মাইল পুল তৈরী হয়েছে। সেইটীই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুল।

৩০। হ্রদের মধ্যে মৃত সাগর (Dead Sea) এর জল সব চেয়ে লোনা। আর বৈকাল হ্রদ সব চেয়ে গভীর। সব চেয়ে বড় হ্রদ এশিয়ার ক্যাস্পিয়ান। (৭৩০ মাইল লম্বা)

৩১। সব চেয়ে বড় দ্বীপ গ্রীন্‌ল্যাণ্ড।

৩২। সব চেয়ে গভীর প্রশান্ত মহাসাগর (৩ মাইলের উপর)।

৩৩। সব চেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা।

৩৪। সব চেয়ে চওড়া নদী দক্ষিণ আমেরিকায় য়্যামেজন্ (৩,৪০০ ফিট্)।

৩৫। সব চেয়ে বড় জলপ্রপাত উত্তর নিউজিল্যাণ্ডের "সাদারল্যাণ্ড' (১,৯০৪ ফিট্)। টুগেলা (নাটাল) ১,৮০৩ উচ্চ।

৩৬। মধ্য এশিয়ায় 'পামীর' বড় মালভূমি।

৩৭। সব চেয়ে উচ্চ Platue তিব্বত।

৩৮। সব চেয়ে বড় যাদুঘর ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ মিউজিয়ম'।

৩৯। টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ 'টানা' (জাপান) ১২॥০ মাইল।

৪০। সব চেয়ে বড় দুরবীক্ষণ যন্ত্র আমেরিকায় উইলসন্স অব্জার ভেটারীর।

৪১। কাচ তৈয়ারী করবার জন্যে সব চেয়ে ভাল বালি নরফোকে ওয়েষ্ট দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়।

৪২। ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা-মন্ত্রী পণ্ডিত জহ্‌রলাল নেহেরুর ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

৪৩। চীন হইতে সর্ব্ব প্রথম সিল্কের গুটী পোকা [redacted]

৪৪। পৃথিবীতে বাঙ্‌লা দেশ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও পাট চাষ হয় না।

৪৫। পৃথিবীতে প্রায় ২৫৬৩ রকমের ভাষা আছে।

৪৬। মূল্যবান্ ডাকটিকিট ১৮৫৩ সালে বৃটিশ গায়নার এক সেণ্টের টিকিট।

৪৭। পৃথিবীর ওজন ১৬২,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন্।

৪৮। পৃথিবীর মধ্যে বেশী পাগল বর্ম্মায়, প্রতি লক্ষে ৮৮ জন। আর অন্ধ আজমীর-মাড়োয়ারে, প্রতি লক্ষে ৩৮৩ জন।

৪৯। মানুষের খাদ্যের জন্য জীবহত্যা হয় সব চেয়ে আমেরিকার 'চিকাগো' সহরে। তাই উহার নাম 'পৃথিবীর কসাইখানা'।

৫০। শিলা বৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৎসরে ৬০০,০০০,০০০৲ টাকা ক্ষতি হয়।

৫১। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাতা হাওয়াই দ্বীপের 'এপ্-এপ্' গাছের পাতা।

৫২। পৃথিবীর ভিতরে সব চেয়ে বড় কার্পেট আছে নিউ ইয়র্ক সহরের Walddorf Astoria হোটেলে।

৫৩। সব চেয়ে বড় গ্রহ হ'ল জুপিটর।

৫৪। পৃথিবীর মধ্যে কলিকাতার টালাই বড় জলের ট্যাঙ্ক।

৫৫। পৃথিবীর মধ্যে কোহিনুরই উজ্জ্বল হীরা।

৫৬। সব চেয়ে বড় গর্ত্ত কালিফোর্নিয়া প্রদেশে। (গভীরতা ১০,০০০ ফিট্)।

৫৭। পৃথিবীর মধ্যে নারী-ব্যারিষ্টার প্যারিস শহরে।

৫৮। এক গ্রেণ সোনাকে পিটাইয়া ৫০০ ফুট্ দীর্ঘ করা যায়।

৫৯। হীরক দিয়া কাঁচ কাটা হয়।

৬০। প্রত্যেক পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের (Brain) ওজন গড়ে ৩ পাউণ্ড ৮ আউন্স, স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের গড় ওজন ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স।

৬১। টাটার লোহার কারখানাই ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানা।

৬২। পৃথিবীর খর্ব্বতম জাতি আন্দামানে বাস করে। এরা আফ্রিকার পিগ্‌মীদের চেয়েও ছোট।

৬৩। একটি ছুঁচ-তৈরী কলে সপ্তাহে ১৫০০০০০টী ছুঁচ তৈরী হয়।

৬৪। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইঞ্জিন লায়ন ১৮৩৫ সালে নির্ম্মিত হয়। উহা ১০২ বৎসর কাল চলিয়া আসিতেছে।

৬৫। সোভিয়েট রাশিয়ায় যত চিকিৎসক আছেন তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক নারী, মোট ২১১৭২ জন নারী-চিকিৎসক আছেন।

৬৬। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পুরাতন গৃহ মিশরের "ষ্টেপ পিরামিড"। ৬,০০০ বৎসরের পুরাতন।

৬৭। পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় আসামের খাসিয়া পর্ব্বতের চেরাপুঞ্জে। উহার পরিমাণ বর্ষিক ৫০০ ইঞ্চ।

৬৮। পৃথিবীতে প্রত্যেক বৎসর ৩৩,০০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। মিনিটে ৬৩ জন লোক মারা যাচ্ছে, ঘণ্টায় ৩৭৮০ জন।

৬৯। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৯১৪২ ফিট্। ইহার আবিষ্কর্ত্তা সার্ভে জেনারল অব্ ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ম্মচারী রাধানাথ সিকদার।

৭০। জার্ম্মাণীর নুনবার্গ সহরে এত খেলনা তৈরী হয় যে ইহাকে খেলনা-জগতের রাজধানী বলে।

৭১। দালান ও মোটর-বাসই দ্বিতল দেখা যায়। কিন্তু প্যারীর শহরতলীতে দ্বিতল রেল গাড়ী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে।

৭২। আটলাণ্টিক মহাসাগরের ট্রিনিদাদ দ্বীপে এক অদ্ভুত আল্‌কাতরার হ্রদ আছে।

৭৩। পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী লবঙ্গ আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী 'জাঞ্জিবার' দ্বীপে উৎপন্ন হয়।

৭৪। প্যারীর সহরতলীতে ইস্পাত ও সিমেণ্ট নির্ম্মিত একটী ১৬ তলা অট্টালিকা আছে। সেই অট্টালিকায় ১৫০টী কক্ষ আছে।

৭৫। ডেনমার্কের লুথার লং জাম্পে পৃথিবী বিখ্যাত। তাহার একটী পা নাই।

৭৬। চীনের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে যে সকল দ্রব্য লাগিয়াছে, সেই দ্রব্যে পৃথিবীর চতুর্দিকে ৯ ফিট্ উচ্চ দেওয়াল দ্বারা ঘেরা যাইতে পারে।

৭৭। ইংলণ্ডে তিরিশ লক্ষ লোক কাণে কম শোনে।

৭৮। পৃথিবীতে ছাপ্পান্ন হাজার বামন (খর্ব্বাকৃতি) আছে।

৭৯। এক গাছি চুল না ছিঁড়িয়া চার আউন্স ভার সহ্য করে।

৮০। পৃথিবীতে দু' লক্ষ তেত্রিশ হাজার রকমের গাছ আছে।

৮১। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেঁটে লোক কে জান? মিঃ টম থাম্ব্। ইনি ছিলেন মাত্র ১৮ ইঞ্চ লম্বা। আর

লম্বা লোক ছিলেন ম্যাকগ্রাথ্। জাতিতে আইরিশ, লম্বা ৭ ফুট্ ৮ ইঞ্চ।

৮২। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় মানচিত্র রোম নগরে। মানচিত্রখানি পাশে ২০ হাত, লম্বায় ২৭ হাত এবং ২৭ হাত উচ্চ। এতে খরচ পড়েছে ৪ লক্ষ টাকা।

৮৩। পৃথিবীতে ৯,৮০০০০০০ কোটী ম্যাগাজিন আছে।

৮৪। আন্দামান জেলের নাম পুলিপোলাও।

৮৫। পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে মোট ৩০,০০০ বার ভূমিকম্প হয়।

৮৬। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে প্রত্যেক বৎসর ৫০,০০০ টন কাগজ তৈরী হয়।

৮৭। জার্ম্মান্ দেশীয় ওয়েনডেল্ নামক এক জন বৈমানিক ঘণ্টায় ৪৬৯·১১ মাইল বেগে একখানা বিমানপোত চালাইয়াছিলেন।

৮৮। কাফ্রীরা কখনও হাঁচে না।

৮৯। জন্ কব্ (ব্রিটিশ) সাহেব ঘণ্টায় ৩৬৮·৮৫ মাইল বেগে একখানা মোটর চালাইয়াছিলেন।

৯০। ফ্লোরিডা দেশের একখানা রেলগাড়ী ঘণ্টায় ১২০ মাইল গিয়াছিল।

৯১। ভারতের ভিতর আহম্মদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটী হ'ল সব চেয়ে পুরাতন।

৯২। সব চেয়ে আগে চীন দেশের লোকেরা চা খেতে ধরেছিল।

৯৩। আটলান্টিক মহাসাগরের ১ টন জলে ৩১ পাউণ্ড লবণ আছে।

৯৪। আটলান্টিক মহাসাগরের মাপ হচ্ছে ৩১,৫৩০,০০০ কোটী বর্গ মাইল।

৯৫। ক্যামেরা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন তাতে ছবি তুলতে ১৫ মিনিট সময়ের দরকার হ'ত।

৯৬। অষ্ট্রেলিয়াতে যত লোক বাস করে তার চেয়ে লণ্ডনে বেশী লোক বাস করে।

৯৭। অবরুদ্ধ জনপদে অস্থায়ীভাবে যে মুদ্রা চালান হয় তাহাকে "অবসিডিওন্যাল" বলা হয়।

৯৮। মিশর দেশীয় কৃষিজীবীদের ফেলাইন বলে।

৯৯। ভারতের মধ্যে প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে কুম্ভমেলা হয়। প্রতি ১২ বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ হ'য়ে থাকে, এবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হবে।

১০০। পৃথিবীর মধ্যে মৃত্যুহার সর্ব্বাপক্ষা কম আসাম প্রদেশে।

১০১। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাজ্যের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাগজ ব্যবহার করে। ব্যবহারের পরিমাণ বৎসরে গড়ে এক কোটী টন।

১০২। তিব্বত দেশীয় চাষীরা কোনও অভ্যাগত বিদেশী ভদ্র-লোককে তাদের জিহ্বা ২।১ মিনিটের জন্য বাহির করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করে।

১০৩। পৃথিবীতে বৎসরে ১৬,০০০,০০০ বার বজ্রপাত হয়।

১০৪। ইংলণ্ডের ক্রুসেভাণগণ প্রথমে উটপাখীর ডিম্বের ছাল দিয়া কাপ তৈয়ারী করিত।

১০৫। বড় পার্ক—ইয়োলো ষ্টোন ন্যাশান্যাল পার্ক (আমেরিকা) ৩৩৫০ বর্গ মাইল।

১০৬। বড় সিনেমা হাউস—রকসি (নিউ ইয়র্ক) ৬০০০ লোক বসিতে পাবে।

১০৭। বড় বেলুন ষ্টেশন—ক্রয়ডন সহরে।

১০৮। হাঙ্গেরীর আর্ণেষ্ট হেন মোটর সাইকেল ঘণ্টায় ১৫৭'১২ মাইল চালিয়ে রেকর্ড করেছেন।

প্রথম আবিষ্কারের নির্ঘণ্ট

নাম	সাল	আবিষ্কারক	স্থান
টেলিফোন	১৮৭৫	গ্রেহামবেল	আমেরিকা
বৈছ্যুতিক টেলিগ্রাম	১৮৩৫	মরস্	আমেরিকা
এরোপ্লেন	১৯০৩	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	আমেরিকা
ফটো ফিল্ম	১৮৮৩	ইষ্টম্যান	আমেরিকা
বাষ্পীয় ইঞ্জিন	১৫৬৫	ওয়াট	ইংলণ্ড
জেপেলীন	১৯০৮	কাউন্ট জেপেলীন	আমেরিকা
এক্স-রে	১৮৯৫	রোয়েন্ট জেন	জার্ম্মানী
রিভলভার	১৮৩৫	কোল্ট	আমেরিকা

নাম	সাল	আবিষ্কারক	স্থান
মেসিন গান্	১৮৬১	গেটলিং	আমেরিকা
রেলের ইঞ্জিন	১৮১৪	ষ্টিফেনসন্	ইংলণ্ড
টেলি ভিশন্	১৯২৬	বেয়ার্ড	ইংলণ্ড
ডিনামাইট	১৮৬৭	নোবেল	সুইডেন
বেতার	১৮৯৫	মার্কণী ও জগদীশচন্দ্র বসু	ইটালী, বাঙ্গলা
ধাতু নির্ম্মিত ছাপার অক্ষর	১৪৫০	গুটেনবার্গ	জার্ম্মানী
বাষ্প চালিত ছাপার কল	১৮১০	কুনিগ্	জার্ম্মানী
ট্রামগাড়ী	১৮৩২	ট্রেণ	আমেরিকা
ফাউণ্টেন পেন	১৮৬৪	ওয়াটারম্যান	আমেরিকা
সেফটী রেজার	১৯০৪	গিলেট	আমেরিকা
টকি	১৮৭৭	এডিসন্	আমেরিকা
বায়স্কোপ	১৮৯৩	এডিসন্	আমেরিকা
চশমা	১৮১৬	স্পিনা	ইতালী
দেশালাই-কল	১৭৯২	থোমাস সেণ্ট	লণ্ডন
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	১৮৫৬	গ্যালিলিও	ইতালী
কলেরার বীজাণু	১৮৮৪	কশ	জার্ম্মানী
ম্যালেরিয়ার বীজাণু	১৮৮০	ল্যাভেরাণ	জার্ম্মানী

ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য

১। আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। ইহা কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা যে প্রদেশে বাস করি উহার নাম বঙ্গ প্রদেশ।

২। বঙ্গ প্রদেশের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে উড়িষ্যা ও বিহার।

৩। বঙ্গ প্রদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ঃ—

(১) প্রেসিডেন্সী (২) বর্দ্ধমান (৩) ঢাকা (৪) রাজসাহী (৫) চট্টগ্রাম।

৪। এই পাঁচটী বিভাগে মোট ২৮টি জেলা আছে ঃ—

(ক) প্রেসিডেন্সী বিভাগে ঃ— কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনা।

(খ) বর্দ্ধমান বিভাগে ঃ— বর্দ্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া।

(গ) ঢাকা বিভাগে ঃ— ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশাল।

(ঘ) রাজসাহী বিভাগে ঃ—রাজসাহী, পাবনা, মালদহ, বগুড়া দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দার্জ্জিলিং

(ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগে ঃ—চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা।

৫। ভাগীরথী নদীর তীরে কলিকাতা নগরী অবস্থিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'লণ্ডন' ভিন্ন আর এত বড় নগর নাই।

আয়তন—তেত্রিশ বর্গ মাইল।

লোক সংখ্যা—প্রায় তের লক্ষ।

কলিকাতার দ্রষ্টব্য

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ বা কেল্লা
গড়ের মাঠ
মিউজিয়াম বা যাদুঘর
অক্টারলোনি মনুমেণ্ট
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল
লাট সাহেবের বাড়ী
হাইকোর্ট
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক
জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে নাখোদা মসজিদ
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
টালার জলের ট্যাঙ্ক
টেলিগ্রাফ অফিস
জেনারেল পোষ্ট অফিস
রাইটার্স বিল্ডিংস
চিড়িয়াখানা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
টাউন হল
ইডেন গার্ডেন
কারেন্সি অফিস
প্রেসিডেন্সী কলেজ
হগ মার্কেট
কালীঘাটে কালীমন্দির
পরেশ নাথের মন্দির
ঢাকুরিয়া লেক

বাঙ্গলার স্মরণীয় স্থান

চব্বিশ পরগণায়—

বারাকপুর—সৈন্যাবাস।

দমদম—বারুদের কারখানা।

মণিরামপুর—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান।

দক্ষিণেশ্বর—রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী।

যাদবপুর { ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নলোজিক্যাল কলেজ।
যক্ষ্মা-নিবারণী হাসপাতাল।

টিটাগড়—কাগজের কল।

কাঁটালপাড়া—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

কুমারহট্ট—সাধক রামপ্রসাদের জন্মস্থান।

নদীয়া জেলায়—

কৃষ্ণনগর—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী।

কুষ্ঠিয়া—মোহিনী মিল নামক কাপড়ের কল।

নবদ্বীপ—বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মভূমি।

পলাশী—১৭৫৭ সালে ইংরাজগণ নবাব সিরাজৌদ্দলাকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা অধিকার করেন।

ফুলিয়া—কবি কৃত্তিবাসের বাসস্থান ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান।

মুর্শিদাবাদ জেলায়—

মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদকুলি খাঁ এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছে। এই নগরটী এক সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এই স্থানে হাজার দুয়ারী নামে নবাবী আমলে প্রস্তুত একটী বৃহৎ বাড়ী আছে।

কাশিমবাজার—প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাসস্থান ও তদ্বংশীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের রাজবাড়ী।

যশোহর জেলায়—

সাগর দাঁড়ি—কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান।

বুড়ন—পরলোক গত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত হরিদাসের জন্মস্থান।

মহম্মদপুর—রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল।

খুলনা জেলায়—

ঈশ্বরীপুর—ইহার প্রাচীন নাম "যশোর"। মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের রাজধানী।

সেনহাটী—স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মস্থান।

বাড়ুলী—বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান।

দৌলতপুর—এখানে একটী কলেজ আছে।

সাতক্ষীরা—বাণিজ্য প্রধান স্থান।

বর্দ্ধমান জেলায়—

বর্দ্ধমান—মহারাজাধিরাজের রাজবাড়ী।

তোড়কোণা—স্বর্গীয় স্যার রাসবিহারী ঘোষের জন্মস্থান।

সিঙ্গিগ্রাম—কবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান।

দামুন্যা—কবিকঙ্কণ-কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান।

কালনা—বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। সাধক কমলাকান্তের জন্মস্থান

হাওড়া জেলায়—

শিবপুর—শিবপুর কলেজ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে।

বেলুড়—গঙ্গাতীরে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ দেবের মঠ আছে।

বালির পুল—ভাগীরথী নদীর উপর অবস্থিত। ইহার নাম "উইলিংডন ব্রীজ"।

কল্যাণপুর—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার "জয়দেব" প্রণেতা স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি।

বাইনান—জষ্টিস্ নাসিম আলি মহোদয়ের বাসস্থান।

আগুন্সী—জাষ্টিস্ দ্বারিকানাথ মিত্রের জন্মভূমি।

সামতা বেড়—অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসস্থান। ইহা রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত।

হুগলী জেলায়—

হুগলী—হাজী মহম্মদ মহসীনের জন্মস্থান। এখানে ইমামবাড়ী আছে।

রাধানগর—রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান।

কামার পুকুর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান।

বলাগড়—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থান।

ডালিটা—কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

মাহেশ—এখানে রথযাত্রায় বিরাট মেলা হয়।

বীরভুম জেলায়—

বোলপুর—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

কেন্দুবিল্ব—ভক্তকবি জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান।

নান্নুর—কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

রায়পুর—স্বর্গীয় লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (Lord S. P. Singha) মহাশয়ের জন্মস্থান।

মেদিনীপুর জেলায়—

বীরসিংহ—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান।

বাঁকুড়া জেলায়—

বিষ্ণুপুর—বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাসস্থান।

ঢাকা জেলায়—

ঢাকা—বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী। ইহার প্রাচীন নাম "জাহাঙ্গীর নগর"। এখানে লাট সাহেবের বাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়,

নবাব বাড়ীর রঙ্গমহল, নর্থব্রুক্ হল, রমনার কালীবাড়ী, ঢাকেশ্বরীর মন্দির, লালবাগের কেল্লা প্রভৃতি বহু দেখিবার জিনিষ আছে।

তেলির বাগ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মস্থান।

রাড়িখাল—স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান।

তেওতা—কবি রজনীকান্ত গুপ্তের জন্মস্থান।

ব্রাহ্মণগাঁও—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পিত্রালয়।

রামপাল—রাজা বল্লালসেনের রাজধানী ছিল।

জয়দেবপুর—ভাওয়াল রাজবাড়ীই প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিংহ জেলায়—

জয়সিদ্ধি—ব্যাংলার আনন্দমোহন বসুর বাড়ী।

ফরিদপুর জেলায়—

টিলাবাড়ী—রাজা সীতারাম রায়ের দুর্গ ছিল।

ফতেজঙ্গপুর—এইখানে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায়ের মৃত্যু হয়।

কেদারবাড়ী—বঙ্গের ভূঁইয়াগণের অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের দুর্গ ছিল।

রাজ নগর—এখানে রাজা রাজবল্লভের বহু কীর্ত্তি ছিল। পদ্মা নদীর অতল গর্ভে সেই সমস্ত কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া পদ্মা নদীর ঐ অংশকে "কীর্ত্তিনাশা" বলে।

বরিশাল জেলায়—

বাটাজোড়—স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্তের জন্মস্থান।

ফুল্লশ্রী—মনসা-মঙ্গল-রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান।

রাজসাহী জেলায়—

নাটোর—দানশীলা রাণী ভবানীর বাসভূমি।

পাবনা জেলায়—

সারাঘাট—এখানে একটী প্রকাণ্ড রেল-সেতু আছে। ইহার নাম "হার্ডিঞ্জ ব্রীজ"।

মালদহ জেলায়—

পাণ্ডুয়া—মুসলমান রাজত্বের সময় বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

গৌড়—বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল।

দিনাজপুর জেলায়—

দিনাজপুর—এইখানের "মহীপাল দীঘি" পালবংশীয় রাজা মহীপালের অক্ষয় কীর্ত্তি।

দার্জ্জিলিং জেলায়—

দার্জ্জিলিং—বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস।

মংপু—এখানে একটী কুইনাইনের কারখানা আছে।

চট্টগ্রাম জেলায়—

নোয়াপাড়া—কবি নবীনচন্দ্র সেনের বাড়ী।

বঙ্গদেশের দেশীয় রাজ্য

কুচবিহার। ত্রিপুরা।

এই দুইটী রাজ্য পূর্ব্বে বঙ্গদেশের গভর্ণর বাহাদুরের অধীনে ছিল। গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের অধীনে "ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সব চেয়ে বড়

মহাদেশ	এশিয়া
দেশ	রাশিয়া
দ্বীপ	গ্রীনল্যাণ্ড
উপদ্বীপ	ভারতবর্ষ
বদ্বীপ	সুন্দরবনের ডেল্টা
আগ্নেয়গিরি	মৌনালোয়া
বাড়ী	ভ্যাটিকান প্যালেস
মঠ	লাসার ডুবুং
মন্দির	শ্রীরঙ্গম
গীর্জ্জা	সেণ্ট পিটার্স
ছবি	টিণ্টারেটের প্যারাডাইজ

বিশ্ব-আশ্চর্য্য

নাম	বিবরণ
প্রাচীন যুগের—	
মিশরের পিরামিড	৩৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত
মওসোলাসের স্মৃতিস্তম্ভ	৩৭০ ” ”
ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান	৩৩৫ ফিট্ উচ্চ ৮৫ ফিট্ চওড়া
ওলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্ত্তি	৪৫০ খৃষ্ট পূঃ নির্ম্মিত ৪০ ফিট্ উচ্চ
আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউস	৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত ৪০০ ফিট্ উচ্চ
রোডসের কলোসাস্ পিত্তল মূর্ত্তি	১২০ ফিট্ উচ্চ ছিল ২২৪ খৃঃ পূঃ ভূমিকম্পে নষ্ট
ডায়নার মন্দির	৩২৬ খৃঃ গথগণ কর্ত্তৃক নষ্ট
মধ্য যুগের—	
রোমের কলোসিয়াম	৮২ খৃঃ নির্ম্মিত
চীনের প্রাচীর	৩০০ খৃঃ নির্ম্মিত ২৫৫০ মাইল লম্বা
আগ্রার তাজমহল	১৭০০ খৃঃ নির্ম্মিত
রোমের কাটাকম্বস্	

ইংলণ্ডের ষ্টোন হেঞ্জ
পিসার হেলান মিনার
নানকিনের চিনামাটীর মিনার
কনষ্টান্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ
দিল্লীর জুম্মা মসজিদ

বর্ত্তমান যুগের—

রেডিয়াম
ফনোগ্রাফ
এরোপ্লেন
মটর ও ষ্টীম ইঞ্জিন
বায়স্কোপ ও টকি
টেলিভিশান
বেতার বার্ত্তা
টেলিফোন
এক্স-রে
ইন্‌জেকসন্‌
টেমস্‌ নদীর সুড়ঙ্গ
লণ্ডনের টীউব রেলপথ
সানফ্রান্‌সিস্‌কোর স্বর্ণ সেতু
নিউ ইয়র্কে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং
মিশরের আসাউন বাঁধ

বাঙ্গলার বার ভুঁইয়াগণের নাম

নাম	রাজধানী
কন্দর্পনারায়ণ	চন্দ্রদ্বীপ
কংসনারায়ণ	তাহিরপুর
প্রতাপাদিত্য	যশোহর
লক্ষ্মণমাণিক্য	ভুলুয়া
মুকুন্দরাম	ভূষণা
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	বিক্রমপুর
রামচন্দ্রঠাকুর	পুঁটিয়া
চাঁদপ্রতাপ	চাঁদ গাজী
রাজা গণেশ	দিনাজপুর
ফজল গাজী	ভাওয়াল
ঈশা খাঁ	খিজিরপুর

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নাম

ধন্বন্তরী	ক্ষপণক
অমরসিংহ	শঙ্কু
বেতালভট্ট	ঘটকর্পর
কালিদাস	বরাহমিহির

বররুচি

ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য

	খৃঃ পূর্ব্বাব্দ
মার্সেলিজ স্থাপন	৬০০
মাইলিটসের অধিবাসী হেকাটিসের প্রথম ভূগোল রচনা	৫০১
কার্থেজের হিমিলকো বৃটীশ দ্বীপে উপস্থিত হন	৪৫০
আলেজাণ্ডারের পারস্য জয়	৩৩২
এরাটস্থিনিসের বৈজ্ঞানিক ভূগোল রচনা	২০০
জুলিয়াস সিজারের গল দেশ জয়	৫৮-৫১
এ্যাগ্রিপ্পার মানচিত্র অঙ্কন	১২
	খৃষ্টাব্দ
টলেমির ভূগোল রচনা	১৫০
নাড্ডদ আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন	৮৬১
গানবিয়বন গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন	৯০০
লিফ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেন	১০০০
ভাইসো ক্যানের কংগো আবিষ্কার	১৪৮৪
কলোম্বসের জামাইকা দ্বীপ আবিষ্কার	১৪৯৩
ভাস্কো-ডিগামার গুড্ হোপ অন্তরীপ পরিক্রমণ	১৪৯৭
কলোম্বসের ট্রিনিডাড ও ওরিনিকো আবিষ্কার	১৪৯৮
ওলন্দাজগণের গুয়েনা উপনিবেশ স্থাপন	১৫৮০
কংগ্রেস স্থাপন	১৮৮৫
মহাত্মা গান্ধীর জন্ম	২রা অক্টোবর১৮৬৯

সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
নেপোলিয়ানের মৃত্যু	৯ই মে ১৮২১
রুশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন	১২ই মার্চ্চ ১৯১৭
পলাশী যুদ্ধ ও লর্ড্ ক্লাইভের জয়লাভ	১৭৫৭
ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ	১লা আগষ্ট ১৯১৪
আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ	৪ঠা জুলাই ১৭৭৬
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক	১৮৩৮
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক	১৯১১
রাজা অষ্টম এড্ওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ	১৯৩৬
চীন জাপানের যুদ্ধ	১৯৩৭
প্যারিসে লিগ্-অফ্-নেসান	১৯২০
সতীদাহ প্রথা নিবারণ	১৮১৯

ভারতীয় জ্ঞাতব্য

দেশীয় রাজ্য—

ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৭০০ দেশীয় রাজ্য আছে।

১। জম্মু ও কাশ্মীর   ২। হায়দ্রাবাদ

৩। মহীশূর   ৪। বরোদা

৫। ভুপাল   ৬। ত্রিবাঙ্কুর

শিক্ষার হার—

লণ্ডন	শতকরা	৯৯৷৷০ জন
অষ্ট্রিয়া	,,	৯৬ ,,
জাপান	,,	৯৯ ,,
ফ্রান্স	,,	৯১ ,,
জার্ম্মানী	,,	৯৯ ,,
ইতালী	,,	৩৩ ,,
ভারতবর্ষ	,,	১০ ,,

ষ্টেশন ও প্ল্যাটফর্‌ম—

সোনপুর	২৪১৫ ফিট
খড়্গপুর	২৩১০ ,,
ঝান্সি	২০২৫ ,,
লক্ষ্ণৌ	২২৫০ ,,

গভর্ণরগণের গ্রীষ্মাবাস—

ভারতবর্ষের ভাইসরয়	সিমলা
বাঙ্গলার গভর্ণর	দার্জ্জিলিং
মাদ্রাজের ,,	ওটাকামণ্ড
বোম্বাইয়ের ,,	মহাবালেশ্বর
আসামের ,,	শিলং
পাঞ্জাবের ,,	সিমলা
বিহার-উড়িষ্যার ,,	রাঁচি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

জন নায়ক	মহাত্মা গান্ধী
কবি সাহিত্যিক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বৈজ্ঞানিক	আচার্য্য জগদীশ বসু
চিত্রশিল্পী	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্শনিক	ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
বিদুষী	সরোজিনী নাইডু
মনীষী	অরবিন্দ ঘোষ
সমাজ সংস্কারক	রাজা রামমোহন রায়
ধর্ম্ম প্রচারক	স্বামী বিবেকানন্দ
”	হজরৎ মহম্মদ (মুসলমান)
নৃত্যশিল্পী	উদয় শঙ্কর
কুস্তিগীর	গামা (পাঞ্জাব)

খনিজ দ্রব্য—

কয়লা	লবণ
অভ্র	কেরোসিন
স্বর্ণ	লৌহ
চূণ	শ্লেট
ম্যাঙ্গানিজ	রৌপ্য

পেট্রোল

সর্ব্বপ্রথম—

সার্জ্জেন জেনারেল	কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী
আই, সি, এস	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস. (শীর্ষস্থান লাভ)	স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ব্যারিষ্টার	জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
চিফ্ জাষ্টিস্	স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র
কলিকাতার করোণার	সৈয়দ আমীর আলী
কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার	আনন্দ মোহন বসু
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ বসু
হাইকোর্টের জর্জ্জ	রমাপ্রসাদ রায়
অ্যাড্ভোকেট জেনারেল	সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
এরোপ্লেনের রমণী যাত্রী	রাণী মৃণালিনী
হাইকোর্টের আই. সি. এস. (জর্জ্জ)	বিহারী লাল দত্ত
ইংরেজী কাব্য লেখক	মধুসূদন দত্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালী মহিলা এম, এ.	চন্দ্রমুখী বসু
পার্লামেন্টের মেম্বর	দাদাভাই নওরোজী
প্রিভিকাউন্সিলের সভ্য	আমীর আলি
বিলাতে ডাক্তারী পাশ	গুডিভ চক্রবর্ত্তী
স্যার উপাধি	রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

বাংল ভাষায় short-hand প্রবর্ত্তক	দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ
নোব্‌ল প্রাইজ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা কর্পোরেশন মেয়র	চিত্তরঞ্জন দাশ
কলিকাতা সেরিফ	দিগম্বর মিত্র
কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী	সরোজিনী নাইডু
কংগ্রেসের সভাপতি	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলুনে উঠেন	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম গভর্ণর	লর্ড সিংহ
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম	নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম	স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়
লণ্ডন এর সর্ব্বপ্রথম ডি, এস. সি.	স্যার জে. সি. রায়.
বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গ্র্যাজুয়েট	কাদম্বিনী গাঙ্গুলী
এফ. আর. এস.	জগদীশচন্দ্র বসু
অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট	প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়
অস্ত্রোপচারকারী	মধুসূদন গুপ্ত
এরোপ্লেনযুদ্ধে যোগদানকারী	ইন্দ্রলাল রায়
হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনকারী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সংবাদপত্র	হরকরা (ইংরাজী)
বিলাত যাত্রী	রাজা রামমোহন রায়
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইংরাজ	কর্পোরাল ফ্লেক্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো	সরলা রায়

বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক সংখ্যা—

(১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে)

হিন্দু	২৩৯১৯৫০০০
মুসলমান	৭৭৬৭৮০০০
বৌদ্ধ	১২৭৮৭০০০
খৃষ্টান	৬২৯৭০০০
শিখ	৪৩৩৬০০০

সহর ও লোকসংখ্যা—



লাহোর	৪,২৯,৭৪৭
দিল্লী	৪,৭৭,৪৪২
মাদ্রাজ	৬,৪৭,২৩০
বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩
কলিকাতা (হাওড়া সমেত)	১৪,৮৫,৫৮২

রেলপথ—

ই. বি. আর.	২০০৯	মাইল লম্বা
বি. এন, আর.	৩৩৯২	,, ,,
জি. আই. পি. আর.	৩৭২৭	,, ,,
ই. আই. আর:	৪৩৯০	,, ,,
এন. ডবলু. আর,	৬৯৪৬.	,, ,,

স্থানবিশেষে সময়ের প্রভেদ—

ভারতবর্ষে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেলা দ্বিপ্রহর ১২ টায়

কলিকাতা	১২-২৩	মিনিট	দ্বিপ্রহর
লণ্ডন	৬-৩০	,,	প্রাতঃ
বার্লিন	৭-৩০	,,	,,
রোম	,,	,,	,,
ভিয়েনা	,,	,,	,,
চিকাগো	১২-৩০	,,	রাত্রি
নিউইয়র্ক	১-৩০	,,	দিবা
টোকিও	৩-৩০	,,	অপরাহ্ণ
অকল্যাণ্ড	৬-০	,,	,,

বড় নদী—

সিন্ধু	১,৭০০ মাইল
ব্রহ্মপুত্র	১,৬৮০ ,,
গঙ্গা	১,৫০০ ,,

বড় হ্রদ—

নাম	আয়তন
সম্বর	১০০ বর্গমাইল
কোলার	,, ,,

বিশ্ববিদ্যালয়—

নাম	সাল	ভাইস-চ্যান্সেলার
কলিকাতা	১৮৫৭	খান বাহাদুর আজিজুল হক
বোম্বাই	,,	আর. পি. ম্যাসানি
মাদ্রাজ	,,	ডি. বি. ই. এস. রঙ্গনাথন্
পাঞ্জাব	১৮৮২	মিঞা আফজল হোসেন
এলাহাবাদ	১৮৮৭	ডাঃ অমরনাথ ঝা
বেনারস হিন্দু	১৯১৫	স্যার এস. রাধাকিষণ
মহীশূর	১৯১৬	এন. এস. সুব্বরাও
পাটনা	১৯২৭	ডাঃ সর্ব্বানন্দ সিংহ
ওসমানিয়া	১৯১৮	নবাব মেহদী ইয়ার জং
লক্ষ্ণৌ	১৯২০	শেখ মহম্মদ হবীবুল্লাহ্
ঢাকা	,,	ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
আলিগড় মুসলিম	,,	স্যার শাহ্ মহম্মদ সুলেমান
দিল্লী	১৯২২	স্যার মরিস্ গয়ার
নাগপুর	১৯২৩	টি. জে. কেদার
অন্ধ্র	১৯২৭ ওয়াল্টেয়ার	সি. আর. রেড্ডী
আগ্রা	১৯২৭	ডাঃ পি. সি. বসু
আন্নামালাই	১৯২৯	মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী
ত্রিবাঙ্কুর	১৯৩৮	ডাঃ সি. পি. রামস্বামী আয়ার
পুনা (শ্রীমতী নথিবাঈ দামোদর থ্যাকারসে মহিলা)	১৯১৬	ডাঃ ডি, কে. কার্ভে
বিশ্বভারতী	১৯২১ (বোলপুর)	প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাদেশিক বিবরণ—

প্রদেশ	আয়তন (বঃ মাঃ)	রাজধানী
গভর্ণরের শাসিত—		
বঙ্গদেশ	৮২,২৭৭	কলিকাতা
বোম্বাই	৭৭,২২১	বোম্বাই
মান্দ্রাজ	১,৪২,৩০০	মান্দ্রাজ
আসাম	৫৫,০১৪	গৌহাটী
যুক্তপ্রদেশ	১,০৭,০০০	লক্ষ্ণৌ
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১৩,৫১৮	পেশোয়ার
মধ্যপ্রদেশ	৯৯,৯২০	নাগপুর
সিন্ধুপ্রদেশ	৪৬,৩৭৮	করাচী
বিহার	৬৯,৩৪৮	পাটনা
উড়িষ্যা	৩২,০০০	কটক
পাঞ্জাব	৯৯,২০০	লাহোর
চিফ কমিশনানের শাসিত—		
দিল্লী	৫৭৩	দিল্লী
আজমীর	২,৭১১	আজমীর
বেলুচিস্থান	৫৪,২২৮	কোয়েটা
আন্দামান ও নিকোবর	৩,১৪৩	পোর্ট ব্লেয়ার
কুর্গ	১,৫৯০	মেছের বড়া

পৃথিবীর জ্ঞাতব্য

সাতটী ধর্ম্মগ্রন্থ—

হিন্দু	বেদ
বৌদ্ধ	ত্রিপিটক
মুসলমান	কোর আন
খৃষ্টান	বাইবেল
পারসিক	জেন্দাভেস্তা
শিখ	গ্রন্থসাহেব
চীনদের	পঞ্চকিং

রেলপথ—

নাম	মাইল	নাম	মাইল
এশিয়া	৮১০০০	আফ্রিকা	৫৭০০০
ইউরোপ	২৩৮০০	দঃ আমেরিকা	৩৫০০০
উত্তর আমেরিকা	৩১৬০০		

বড় হ্রদ—

ক্যাস্পিয়ান	ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে	১৭০০০০	বর্গ মাইল
টাঙ্গানিকা	আফ্রিকায় ,,	১২৭০০	,,
বৈকাল	রাশিয়ায় ,,	১২৫৮০	,,
আরল	,, ,,	২৪৪০০	,,

বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক—

লেখকের নাম	জাতি	পুস্তকের নাম
সেক্সপীয়ার	ইংরাজ	ম্যাকবেথ্
কালিদাস	হিন্দু	মেঘদূতম্
বাণভট্ট	,,	কাদম্বরী
ডষ্টয়ভস্কি	রাশিয়ান	ক্রাইম এণ্ড-পানিশ্মেণ্ট
পার্ল্ বাক্	আমেরিকান	দি গুড্ আর্থ
এমিল্ জোলা	ইতালিয়ান	ড্রিম্ শপ্
রমেশ দত্ত	হিন্দু	সিভিলিজে-শান্ অব্ ইণ্ডিয়া
মেটার লিঙ্ক	বেলজিয়ান	ব্লু বার্ড
এরিয়া রিমার্ক	জার্ম্মান	অল্ কোয়া-ইট্ অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ্ ফ্রণ্ট্
মার্টিন ডুগার্ড	ফরাসী	থিবো
স্পিটেলার	সুইডীশ	লাফিং ট্রুথ
রবীন্দ্রনাথ	হিন্দু	গীতাঞ্জলি
সার্ভেন্টিজ	স্প্যানিস	ডন্ কুইক্সোট
ভার্জ্জিল	ল্যাটিন	ঈনীড্
মুট্ হ্যামসুন্	নরওয়েজীয়ান্	গ্রোথ্ অব্ দি সয়েল্

যে তামার প্রয়োজন হয় তাহা কোন্ কোন্ দেশ হইতে আসে—

দেশের নাম	পরিমাণ
চিলি	৬৬১৫০০০ মণ
আমেরিকা	৬৪৮০১০০ ,,
কানাডা	৪০৫০০৬০ ,,
জাপান	১৯৪৪০০০ ,,
স্পেন	৯৯৯০০০ ,,
ভারতবর্ষ	৯০০০০ ,,

যে পেট্রোল খরচ হয় তাহা কোন্ কোন্ দেশ হইতে আসে—

দেশের নাম	পরিমাণ
আমেরিকা	৩২৬৭০০০০০০০ মণ
মেক্সিকো	১২২৯৭৫৫৫০ ,,
ইষ্ট ইণ্ডিস্	১৪৭৪৩১০৯৭ ,,
রুমানিয়া	২২৬৮০০০৪০ ,,
পারস্য	১৯০০৮৪৫৬৩ ,,
রুশিয়া	৬৪৮০০০০৬০ ,,
ভারতবর্ষ	৫৬৫০১০০০ ,,

পাঁচটী সাগর ও মহাসাগর—

প্রশান্ত মহাসাগর	৩৫৪০০	ফিট	গভীর
আট্‌লান্টিক "	২৪৪০০	"	"
ভারত "	২২৯৬৮	"	"
ভূমধ্য সাগর	১২২৭৬	"	"
লোহিত "	৭২৫৪	"	"

জাতীয় চিহ্ন—

England এর	Rose
Germany "	Cornflower
India "	Lotus
Italy "	White Lily
France "	Fleur-de-lis
Japan "	Chrysanthemum
U. S, A, "	Goldenrod

বড় নদী—

নাম	মাইল	নাম	মাইল
মিসিসিপি	৪২০০	আমাজন	৪০০০
নাইল	৩৫০০	ওবি	২০০০
হোয়াংহো	২৬০০	ভলগা	২৩২৩
সিন্ধু	১৭০০	ব্রহ্মপুত্র	১৬৮০
জাম্বেসী	১৬০০	গঙ্গা	১৫৪০

বড় পাহাড়—

নাম		উচ্চতা
হিমালয়	এশিয়া	২৯,০০২ ফিট
মাউণ্ট এলবুজ´	ইউরোপ	১৮,৪৬৫ ,,
মউনা কেয়া	অষ্ট্রেলিয়া	১৩,৯৫৩ ,,
কিলিম্যানজারো	আফ্রিকা	১৯,৩২৫ ,,
ম্যাককিন্‌লি	উত্তর আমেরিকা	২০,৪৬৪ ,,
একনকাকোয়া	দক্ষিণ ,,	২৩,০৮১ ,,

বড় সহর ও লোকসংখ্যা—

দেশের নাম	লোক সংখ্যা	দেশের নাম	লোক সংখ্যা
লণ্ডন	৮২,০১,৮১৮	নিউ ইয়র্ক	৭৩,৬৩,৬২৪
টোকিও	৫৮,৭৫,৬৬৭	বার্লিন	৪২,৪২,৫০১
চিকাগো	৪৯৫,৫০০০	প্যারিস	২৮,২৯,৭৪৬
ভিয়েনা	১৮,৬৫,৭৮০	কলিকাতা	১৪,৮৫,৫৮২
বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩	গ্লাসগো	১০,৮৮,৪১৭
মাদ্রাজ	৬৪,৭২,২৮	লেলিনগ্রেড্‌	২৭,৭৬,৭০০

কে কোন বয়সে বই লিখিয়াছিলেন—

বিশ বৎসর বয়সে কবি “বায়রণ” “Child Herold” লিখিয়াছিলেন।

সাতান্ন বৎসর বয়সে কবি “মিল্টন” “Paradise Lost” লিখিয়াছিলেন।

চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ" "The Excursion" লিখিয়াছিলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে কবি "স্কট" "Wild Huntsman" লিখিয়াছিলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে "ডিকেন্স" "Pickwick" লিখিয়াছিলেন।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে "গোল্ডস্মিথ" "Vicar of Wakefield" লিখিয়াছিলেন।

ষাট বৎসর বয়সে "ভিক্টর হিউগো" "Les Miserables" ও পঞ্চাশ বৎসর বয়সে "দান্তে" "Commedie" লিখিয়াছিলেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে কবি "গথে" "Sorrows of Werther" লিখিয়াছিলেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে "প্যারীচাঁদ মিত্র" "আলালের ঘরে দুলাল" লিখিয়াছিলেন।

বারো বৎসর বয়সে কবি "ঈশ্বর গুপ্ত" কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

একুশ বৎসর বয়সে "বঙ্কিম বাবু" "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিয়াছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সে কবি 'নবীন সেন" "অবকাশ রঞ্জিনী" লিখিয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে বিশ্বকবি "রবীন্দ্রনাথ" "বাল্মিকী প্রতিভা" লিখিয়াছিলেন।

শারীর-বিজ্ঞান

১। মানবের শিরাসমূহ একত্র করিলে ৬০,০০০ হাজার মাইল হয়।

২। আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্যে ৪০০,০০০,০০০টী বায়ুকোষ আছে।

৩। মানুষ বৎসরে দেড় মণের উপর কার্ব্বণ বাষ্প প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির করে।

৪। আমাদের শরীরের ওজন ন্যূন পক্ষে /৬।০ সের।

৫। বুদ্ধিমান পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় /১৸০ সের, স্ত্রীলোকের প্রায় /১৷৷০ সের।

৬। মানবের শরীরের সমস্ত হাড়ের ওজন প্রায় /৭ সের।

৭। প্রফুল্লতাই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ "হজমী-গুলি"।

৮। আমাদের শরীরে সর্ব্বসমেত ২০৬ খানি অস্থি আছে।

৯। রাত্রে খাইবার অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত।

১০। পাকাশয় দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ও ওজনে /৵১০ পর্য্যন্ত হয়।

১১। সুস্থ মানবের হৃৎপিণ্ড ওজনে ৯ আউন্স অর্থাৎ প্রায় /।০ পোয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে।

১২। মানবের কব্জিতে যত বেশী পেশী আছে তাহার তিন গুণ আছে বিড়ালের লেজে।

১৩। যে সব লোকের হৃদয় দুর্ব্বল তাদের বেশী গরম জলে স্নান করা ভাল নয়।

১৪। আহারের অব্যবহিত পরেই মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত নয়।

১৫। চা, কফি প্রভৃতিতে হজম শক্তি কমিয়া যায়।

১৬। ভূমিষ্টের পর শিশু মিনিটে ৪০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

১৭। এক জন সুস্থ মানবের যত ওজন সেই ওজনের খাবার খেতে তার প্রায় চার মাস সময় লাগে।

১৮। দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইলে ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ে ২২৫-২৩০ কিউবিক ইঞ্চ বায়ু প্রবেশ করে।

১৯। শয়ন অপেক্ষা দাঁড়াইয়া শ্বাস বায়ু অধিক লওয়া যায়।

২০। মানবের রক্তে হাজার করা ৭৯০ ভাগ জল আছে।

২১। গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদ্‌-স্পন্দন মিনিটে ১৬৮-২০০ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

২২। সদ্য প্রসূত শিশুর ১৪০-১৫০ বার মিনিটে হৃদয় স্পন্দিত হয়।

২৩। জীব মাত্রেরই প্রশ্বাস অপেক্ষা নিঃশ্বাসের কাল কম।

২৪। জ্বর যত বেশী হয় নাড়ীর গতি তত দ্রুত হয়।

২৫। বাংলা দেশে যত শিশু জন্মে, তাব তিন ভাগের এক ভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২৬। সুস্থ ব্যক্তির মিনিটে ১৭-২২ বার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে।

২৭। সুস্থ যুবার হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫ বার স্পন্দিত হয়।

২৮। শরীরের ওজনের ১২-১৪ ভাগের এক ভাগ রক্ত।

২৯। ১৫-১৬র মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বালিকাদের দেহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়ে।

৩০। প্রদাহ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি পীড়া পুনর্ব্বিশ্রাম দ্বারা অধিক আরোগ্য হয়।

৩১। রাত্রি ১২ টা হইতে ৪ টার মধ্যে শিশুকে দুগ্ধ খাওয়ান উচিত নয়।

৩২। রূপা জলের বীজাণু নষ্ট করে; তাই রূপার বাসন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

৩৩। মানুষ গড়ে বৎসরে ১ টন জল পান করে।

৩৪। জীবনের ৫০ বৎসরের মধ্যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে ৬০০০ দিন ঘুমাইয়া কাটায়।

৩৫। দাঁত দুইবার মাজা উচিত। বিশেষ রাত্রে আহারের পর দন্ত পরিষ্কার করিবে।

৩৬। কোন মহামারীর সময় খালি পেটে খালি গায়ে থাকা উচিত্ত হয়।

জীব-জন্তু

১। আফ্রিকার "বুলফ্রগ" নামে এক রকম ভেক আছে তার ওজন প্রায় /৬৷৷০ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

২। এক পাউণ্ড মাকড়সার জালে সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরিতে পারা যায়।

৩। চারি মাইল ব্যাপী-মাকড়সার জাল ওজন করিলে আধ রতি হয়।

৪। ফ্রান্সে মশা নাই।

৫। জগতে জীব, জন্তু ও প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

৬। জাভায় এক প্রকার সর্প আছে, সেই সর্প নাকি গাছে গাছে উড়িতে পারে। তার বৈজ্ঞানিক নাম chryso-pelca.

৭। ভোম্‌রা, মাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি উড়িবার সময় যে শব্দ হয় তাহা তাহাদের মুখ হ'তে নয়, পাখা দ্বারাই শব্দ হয়।

৮। সরীসৃপ মাত্রেরই রক্ত ঠাণ্ডা।

৯। ঈগল-পাখী আহার্য্য স্পর্শ না করিয়া কুড়ি দিন বাঁচে।

১০। টিয়া, ময়না প্রভৃতি পক্ষী আলো অপেক্ষা অন্ধকারে শীঘ্র পড়িতে পারে।

১১। একটী মাত্র শুক্তি এক ঋতুতে প্রায় দশ লক্ষ ঝিনুকের জন্মদান করে।

১২। কাক বৎসরে গড়ে সাত লক্ষ কীট পতঙ্গ আহার করে।

১৩। তিমি মাছের অস্থিগুলির ওজন ৬৭৫ মণ।

১৪। হাতীর চোয়ালে উপর-নীচে মাত্র আটটী দাঁত আছে।

১৫। তিমি মাছের জিহ্বা হইতে প্রায় ২৮/০ তৈল বাহির হয়।

১৬। সর্প জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ করে।

১৭। সব চেয়ে বড় জন্তু আফ্রিকার হাতী।

১৮। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে।

১৯। সব চেয়ে বিষাক্ত সর্প গোখুরা।

২০। হোমা পাখী আকাশে ডিম পাড়ে। মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা উড়িয়া যায়।

২১। চাতক পক্ষী বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না।

২২। আফ্রিকার লিম্‌পোপো নদীতে যত কুমীর আছে, ওরূপ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

২৩। কচ্ছপের দাঁত নাই।

২৪। মাছ চক্ষু চাহিয়া ঘুমায়।

২৫। হাতীর শুঁড়ে ৪০,০০০ হাজার মাংসপেশী আছে।

২৬। যে সকল জন্তুর খুর বিভক্ত তাহারাই জাবর কাটে।

২৭। মেকসিকোতে এক প্রকার মাছ তাহার দু' জোড়া চক্ষু।

২৮। জীব-জন্তুদের জীবিতকাল সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যথা :—

নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়॥
বাইশ বল্‌দা, তের ছাগলা।
ব'লে গেছে বরা পাগলা॥



বৈজ্ঞানিক জ্ঞাতব্য

১। পূর্ব্বে রেডিয়ামকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু বলিয়া গণ্য করা হইত। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ অ্যাকটীনিয়াম্ নামক ধাতুকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২। হাইড্রোজেন গ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা জিনিষ।

৩। বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ণের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একত্র করিয়া জল তৈয়ারী করেন।

৪। একটি মাটীর কলসীতে ৫ গ্যালন জল লইয়া উহাতে সিকি আউন্স ফট্‌কিরি মিশাইয়া জলকে বিশুদ্ধ করিয়া লইলে ঐ জল পানের যোগ্য হইবে।

৫। দ্রাক্ষা ফলে বেশী শর্করা আছে।

৬। জলের চেয়ে হাল্‌কা বরফ। এই জন্য বরফ জলে ভাসে।

৭। বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক হইলেই কুয়াসা জন্মে।

৮। লাল, ঘোর নীল, ফিকা নীল, বেগুনে, হলদে, সবুজ, কমলা—এই সাতটা রং সূর্য্যের আলোতে আছে।

৯। এক দিকে মেঘ অপর দিকে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দেখিতে পাওয়া যায়।

১০। প্লুটো গ্রহ ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১১। যে জলে সাবান মিশাইলে শীঘ্রই ফেনা হয় তাহাকে নরম জল বলে। আর যে জলে শীঘ্র ফেনা হয় না তাহাকে কঠিন জল বলে।

১২। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। সেই শক্তি অনবরত আমাদিগকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে বলিয়া আমরা বেশী উচ্চে লাফাইতে পারি না।

১৩। স্বাভাবিক অবস্থার মানুষের দেহের উত্তাপ ৯৮'৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

১৪। প্রায় ২৫০ মাইল পুরু বাতাসের স্তর আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে।

১৫। লবণাক্ত জল অত্যধিক গাঢ় বলিয়া আমরা সহজেই লবণাক্ত জলে ভাসিতে পারি।

১৬। মেঘ খুব উচ্চে উঠিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে বৃষ্টির জল বরফের আকার ধারণ করে। ইহাকে শিলা-বৃষ্টি বলে।

১৭। শব্দ সকল ধাতুর অপেক্ষা লোহার মধ্য দিয়া দ্রুতগিতিতে গমন করে।

১৮। যখন দেয়াশলাই আবিষ্কৃত হয় নাই তখন পাথরের চকমকি বা আরুণি কাষ্ঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালান হইত।

১৯। রেডিওর শব্দ-তরঙ্গ ইথারের সাহায্যে ভাসিয়া বেড়ায়।

২০। প্যারাসুট ছাতার মত বস্তু। আকাশপথে ভ্রমণের সময় কোন বিপদ হইলে বৈমানিকেরা ইহার সাহায্যে মাটীতে নামে।

২১। পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম বায়ু বহিতে থাকে, ইহাকে লু বলে।

২২। পূর্ব্বে হাইড্রোজনই সব চেয়ে লঘু বাষ্প বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু অধুনা হাইড্রোজেন অপেক্ষা হিলিয়াম নামে এক লঘু বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২৩। কোনও দ্রব্যের উপর আলোক প্রতিফলিত হইলে সেই প্রতিফলিত আলোকের দ্বারা আমরা জিনিষটী দেখিতে পাই।

২৪। বিদ্যুৎ চমকাইলে আমরা প্রথমে আলোক ও পরে শব্দ শুনিতে পাই। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, আলোকের গতি শব্দ হইতে দ্রুত।

২৫। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গমন করে।

২৬। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৮ মিঃ ১৮ সেঃ সময় লাগে।

২৭। মালয় উপদ্বীপে এক প্রকার গাছ জন্মায় তাহার আঠা হইতে গাটাপার্চ্চা প্রস্তুত হয়।

২৮। চায়ে ক্যাফিন্ ও ট্যানিন্ নামে দুই বিষাক্ত পদার্থ আছে।

২৯। 'সাগু পাম' নামক গাছকে চিরিয়া ফেলিলে উহার মধ্য হ'তে সাবু দানা বাহির হয়।

৩০। কাঠ কয়লা, সোরা ও গন্ধক দিয়া চীন দেশে সর্ব্বপ্রথম বারুদ প্রস্তুত হয়।

৩১। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নদীগর্ভে পাহাড় ধোয়া কাদার স্তর বসে, সেই স্তর শুকাইলে শ্লেট পাথর হয়।

গাছ পালা

১। গাছ-পালার প্রাণীদের ন্যায় খাইবার জন্য মুখ নাই, তাহারা মাটী হইতে শিকড়ের সাহায্যে জলীয় খাদ্য টানিয়া লয়।

২। গাছ-পালার নিঃশ্বাস লইবার জন্য নাসিকা নাই। উহারা পাতার সূক্ষ্ম শিরার দ্বারা বাতাস গ্রহণ করে।

৩। ঈশ্বরের সৃষ্টি অদ্ভুত। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী বাতাস হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে ও যে প্রশ্বাস ত্যাগ করে তাহা প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত; কিন্তু গাছ-পালার ঐ বিষাক্ত বাষ্পই প্রাণস্বরূপ। তাহারা প্রশ্বাসের সহিত অক্সিজেন বাষ্প পরিত্যাগ করে। এইরূপে বাতাসের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া উভয় শ্রেণীরই মঙ্গল হইতেছে।

৪। গাছের গুঁড়ি কাটিলে সারি সারি গোল গোল দাগ দেখা যায়। ঐ গুলি গণনা করিলেই গাছের বয়স নির্ণয় করিতে পারা যায়।

৫। সিংহল ও জামাইকা দ্বীপে একরূপ ঘোর কালো কাঠ পাওয়া যায়, উহাকে আবলুস কাঠ বলে।

৬। ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় তাহাকে ওষধি বলে।

৭। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়েরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। উভয়েই বংশ বৃদ্ধি করে।

৮। বাংলা দেশের কোন কোন জলাতে ড্রোসেরা নামক এক প্রকার গাছ জন্মায় উহাদের গোলাকার পাতার উপর লাল

লাল কেশর থাকে ঐ কেশরের মুখে যে মধু থাকে তাহার লোভে কীট পতঙ্গ আসিলে কেশরগুলি তাহাদের চাপিয়া ধরে ও হজম করিয়া ফেলে।

৯। ফুল দুই প্রকার। সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। যে ফুলে গর্ভ-কেশর থাকে, কিন্তু পুং কেশর থাকে না তাহাকে অসম্পূর্ণ এবং যাহাতে উভয় কেশরই থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে।

১০। খোলা, শাঁস ও আঁটি বা বীজ—এই তিনটী ফলের অংশ।

১১। ফুলের চারিটী অংশ। বৃতি, পাপড়ি, গর্ভ-কেশর ও পুং-কেশর।

১২। রাস্না, আলোকলতা প্রভৃতি বৃক্ষ অপর বৃক্ষ-কাণ্ডে মূল প্রোথিত করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারাই পরগাছা।

জগৎ

১। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত আরও অনেক জ্যোতিষ্কের সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই। ইহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) গ্রহ (২) নক্ষত্র। গ্রহ এবং নক্ষত্র ব্যতীত আকাশে আরও চারি প্রকার বস্তু দেখা যায়—(১) ছায়া পথ (২) নীহারিকা (৩) ধূম-কেতু (৪) উল্কা।

২। গ্রহগণ আমাদের পৃথিবীর জ্ঞাতি। ইহারা পৃথিবীর মতই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। নক্ষত্রগুলি এক একটী সূর্য্যের মত। উহাদের কাহারও কাহারও সূর্য্যের মত গ্রহ আছে। সূর্য্য হইতে বহু দূরে আছে বলিয়া উহাদের এত ছোট দেখায়।

৩। নির্ম্মল আকাশে রাত্রিকালে একটী তরল শুভ্র রেখা দেখা যায় উহারই নাম ছায়াপথ। শক্তিশালী দূরবীণ দিয়া দেখিলে উহার মধ্যে ছোট ছোট তারার সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। শূন্যে নক্ষত্র অপেক্ষা বড়, বাষ্পে গঠিত ঝাপ্‌সা এক প্রকার পদার্থ দেখা যায় ইহারাই নীহারিকা। জমাট বাঁধিয়া হয়ত ইহারই এক দিন সূর্য্যের আকার ধারণ করিবে।

৫। নীহারিকার ন্যায় বাষ্পে গঠিত এক প্রকার পদার্থ মাঝে মাঝে আকাশে দৃষ্ট হয় ইহাদের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতু বহু আকারের লক্ষ্য করা যায়।

৬। রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে তোমরা তারার ন্যায় উজ্জ্বল এক প্রকার পদার্থ আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে বেগে পড়িতে দেখিয়াছ, অনেকে উহাকে নক্ষত্র-পাত বলে। কিন্তু বাস্তবিক উহা উল্কাপাত। উল্কাপিণ্ড পাথরের ন্যায় ছোট ছোট পদার্থ। ঐগুলি শূন্য পথে বিচরণ করে, পৃথিবীর আকর্ষণ সীমার মধ্যে আসিলে বায়ু

মণ্ডলের ঘর্ষণে উহা জ্বলিয়া উঠে এবং মধ্য পথে ছাই হইয়া উড়িয়া যায়। কখনও কখনও উহা পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে।

সৌর-জগৎ

১। সৌর জগতের সামান্য পরিচয় তোমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছ। সূর্য্য এবং তাহার গ্রহ ও উপগ্রহদের লইয়া যে পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই আমরা সৌর-জগৎ বলিয়া অভিহিত করি।

২। সূর্য্য এক প্রকাণ্ড অগ্নিময় বাষ্পীয় গোলক। ইহা যে কত বড় তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। এবং ইহার অভ্যন্তরে যে অগ্নিলীলা চলিতেছে তাহার উত্তাপের আভাস মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯২৯০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৮৬৫১০০ মাইল অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ৩৩৩৪৩২টী পৃথিবী একত্রে যোগ করিলে সূর্য্যের সমতুল্য হয়। এই সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূরে জান? একটা রেলগাড়ী যদি কোনও সময়ের জন্যও একটুও না থামিয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে দৌড়ায় তবে পৃথিবী হইতে সে ১৭৫ বৎসর পরে সূর্য্যে পৌঁছাইতে পারিবে। গ্রীষ্ম-

কালে দুপুর বেলায় গরম তোমাদের অসহ্য বোধ হয়। সূর্য্য এতদূরে না থাকিলে তোমাদের কি অবস্থা হইত ভাবিতে পার কি ?

তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যের একটী পরিবার আছে। এই পরিবারটীর প্রধানতঃ নয়টী জ্যোতিষ্ক। ইহাদের গ্রহ বলে। ইহারা অনবরত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এই নয়টী নাম সূর্য্য হইতে ক্রমপর্য্যায়ে (ক) বুধ (খ) শুক্র (গ) পৃথিবী (ঘ) মঙ্গল (ঙ) বৃহস্পতি (চ) শনি (ছ) ইউরেনাস (জ) নেপচুন ও নূতন আবিষ্কৃত (ঝ) প্লুটো।

(ক) সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ হইল বুধ। হয়ত ইহাতে একদিন পৃথিবীর ন্যায় প্রাণী বাস করিত। কিন্তু এখন ইহাতে প্রাণী, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা বা বায়ু ও জল নাই তাই ইহাকে মৃত গ্রহ বলে। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে বলিয়া আমরা খালি চোখে উহাকে দেখিতে পাই না।

(খ) শুক্রের অবস্থাও বুধের ন্যায়। ইহাও অধুনা মৃত তবে পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতি বলিয়া আমরা উহাকে দেখিতে পাই। তোমরা সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে শুভ্র যে নক্ষত্রটী (সান্ধ্য-তারা) ও সময় সময় উষা-কালে যে নক্ষত্রটী (সুখ-তারা) দেখিতে পাও উহাই শুক্র গ্রহ।

(গ) পৃথিবী সম্বন্ধে তোমাদের বোধ হয় বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। তবে ইহা যে মৃত নয় তাহা তোমাদের বুঝিতে কষ্ট না হওয়াই উচিত। চন্দ্র কি তাহা জানিবার জন্য তোমরা বোধ হয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছ। সূর্য্যের যেমন গ্রহ আছে তেমনি কোন কোন গ্রহেরও আবার গ্রহ আছে। ইহাদের উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ।

(ঘ) মঙ্গল গ্রহটীও পৃথিবীর আর একটী নিকটতম জ্ঞাতি। ইহাকে লইয়া বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার অন্ত নাই। তাঁহাদের মতে মঙ্গলে প্রাণী বিদ্যমান, উহা মৃত নহে। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেরও উপ গ্রহ আছে। তবে একটী নয় দুইটী। বৈজ্ঞানিকেরা উহাদের নাম দিয়াছেন—ফোবো ও ডাইমো। রাত্রিকালে আকাশে রক্তবর্ণ যে নক্ষত্রটী দেখা যায় উহাই মঙ্গল গ্রহ। নক্ষত্রগুলির আলো মিটমিট করে, কিন্তু গ্রহের আলো স্থির। তোমরা উহা হইতে গ্রহগুলি চিনিয়া লইও।

(ঙ) সূর্য্যের পরিবারের মধ্যে বৃহস্পতি বৃহত্তম। কিন্তু আকারে বড় হইলে কি হয় ইহা এখনও বাষ্প-ময়—সে জন্য খুব হাল্‌কা। বৃহস্পতির আকাশ বাতাস এখনও ঠাণ্ডা হয় নাই বলিয়া উহার পৃষ্ঠ জমাট বাঁধিয়া জীবের বাসোপযোগী হয় নাই।

বৃহস্পতিতে এখনও জীবের আবির্ভাব হয় নাই। বৃহস্পতির আকাশে আটটী চাঁদ। পূর্ণিমা রাত্রে তোমাদের পৃথিবী একটী চাঁদের আলোতেই ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকে আর আটটী চাঁদওলা বৃহস্পতির পূর্ণিমার সমারোহটা একবার ভাব দেখি? তবে জিৎ তোমাদেরই, কারণ বৃহস্পতি তাহার ঐশ্বর্য্য ডাকিয়া দেখাইতে পারে এমন একটী প্রাণীও তাহার বক্ষে নাই। খুব পরিষ্কার আকাশে বৃহস্পতিকেও চেষ্টা করিলে দেখা যায়।

(৬) এতক্ষণ তোমাদের যে গ্রহগুলির কথা বলিলাম তাহাদের আকৃতি হইতে শনি গ্রহের আকৃতির যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। শনি গ্রহকে বেষ্টন করিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় বলয়ের মত পদার্থ আছে। শনি গ্রহ আমাদের পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ঘর-কন্না বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন না। খালি চোখে শনি গ্রহকে দেখা যায় না। শনি গ্রহের চাঁদ কিন্তু নয়টী—ভগবান কেবল তোমাদের পৃথিবীর বেলায় কৃপণতা করিয়াছেন, না?

(৭-৮) ইউরেনাস ও নেপচুন সূর্য্যের পরিবারের শেষ দুইটী গ্রহ। ইহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে যে, আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের অস্তিত্ব ভিন্ন—

ইহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারেন নাই, তবে ইউরেনাসের চাঁদ যে চারিটী ও নেপচুনের একটী তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন।

(৯) আর প্লুটো ?—সে তো সে দিন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবীর রাজ্যহীন রাজাগণ

দ্বিতীয় উইলিয়ম্—জার্ম্মানী।	ত্রয়োদশ আলফান্সো—স্পেন।
সম্রাট পুয়ি—চীন।	কনস্টানটাইন—গ্রীস।
আব্বাস হেল্‌মি—মিশর।	সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ—তুরস্ক।
রাজা জোগ—আলবেনিয়া।	আমীর আমানুল্লা- আফগানিস্থান।
ফার্ডিনাণ্ড—বুলগেরিয়া।	হেইলে সেলাসি—আবিসিনিয়া।
অষ্টম এডওয়ার্ড—ইংলণ্ড।	চার্লস্—হাঙ্গেরী।
হুসেন—মক্কা।	প্রজাবর্দ্ধক—শ্যাম।

জান কি ?

কুলিনান হীরকের মূল্য	১৫০,০০০	পাউণ্ড
ফোর্থ সেতু নির্ম্মাণ করিতে খরচ হয়	১,৬০০,০০০	,,
তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে খরচ হয়	৩,০০০,০০০	,,
কুইন মেরী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে খরচ হয়	৫,০০০,০০০	,,
ভার্সাই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে খরচ হয়	৪২,০০০,০০০	,,

হিন্দু রাজাগণের নাম

নাম	সাল		নাম	সাল	
বিম্বিসার	৫৩০	খৃষ্ট পূর্ব্ব	শশাঙ্ক	৬০০	খৃষ্টাব্দ
প্রসেনজিত	৫৩০	,,	হর্ষবর্দ্ধন	৬০৬	,,
অজাতশত্রু	৫০০	,,	পুলকেশী	৬০৮	,,
মহাপদ্ম নন্দ	৩৫০	,,	যশোবর্ম্মন্	৭০০	,,
চন্দ্রগুপ্ত	৩২১	,,	ললিতাদিত্য	৭২৪	,,
বিন্দুসার	২৯৮	,,	ধ্রুব	৭৭৫	,,
অশোক	২৭৩	,,	ধর্ম্মপাল	৭৮০	,,
পুষ্যমিত্র	১৮৪	,,	৩য় গোবিন্দ	৭৯৩	,,
বাসুদেব	৭২	,,	দেবপাল	৮১৫	,,
কনিষ্ক	৭৮	খৃষ্টাব্দ	ভোজ	৮৩৬	,,
শাতকর্ণী	১০৬	,,	মহেন্দ্রপাল	৮৯০	,,
১ম-চন্দ্রগুপ্ত	৩২০	,,	ধঙ্গ	৯৫০	,,
সমুদ্রগুপ্ত	৩৪০	,,	রাজরাজ	৯৮৫	,,
২য়-চন্দ্রগুপ্ত	৩৭৫	,,	রাজেন্দ্র চোল	১০১২	,,
কুমারগুপ্ত	৪১৩	,,	পরমার ভোজ	১০১৮	,,
স্কন্দগুপ্ত	৪৫৫	,,	কলচুরি কর্ণ	১০৪১	,,
তোরমান	৫০০	,,	অনন্তবর্ম্মন্	১০৭৬	,,
যশোধর্ম্মন্	৫২০	,,	২য়-বিক্রমাদিত্য	,,	,,

নাম	সাল	নাম	সাল
বিজয়সেন	১১০০ খৃষ্টাব্দ	লক্ষ্মণসেন	১১৭৫ খৃষ্টাব্দ
বল্লালসেন	১১৫৯ ,,	পৃথ্বীরাজ	১১৭৫ ,,
জয়চন্দ্র	১১৭০ ,,	সিভ্যন	১২১০ ,,

মুসলমান রাজাগণের নাম

দাস বংশ

কুতুবুদ্দীন	১২০৬ খৃষ্টাব্দ	বাহরাম	১২৪০ খৃষ্টাব্দ
আরম	১২১০ ,,	মাসুদ	১২৪২ ,,
আলতামাস্	১২১১ ,,	নাসিরুদ্দীন	১২৪৬ ,,
রুকনুদ্দীন	১২৩৬ ,,	বলবন	১২৬৬ ,,
রিজিয়া	১২৩৬ ,,	কায়কোবাদ	১২৮৬ ,,

খিলজী বংশ

জালালুদ্দীন	১২৯০ ,,	আলাউদ্দীনের শিশু পুত্র	১৩১৬ ,,
আলাউদ্দীন	১২৯৬ ,,	মোবারক	১৩১৬ ,,

খসরু ১৩২০ খৃষ্টাব্দ

তোগলক বংশ

গিয়াসুদ্দীন	১৩২০ ,,	মহম্মদ	১৩২৫ ,,

ফিরোজ শাহ ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ

লোদী বংশ

বাহ্‌লল	১৪৫০ খৃষ্টাব্দ	সিকন্দর	১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ
ইব্রাহিম	১৫১৭ খৃষ্টাব্দ		

মোগল সাম্রাজ্য

বাবর	১৫২৬	খৃষ্টাব্দ	ফররুখ্‌শীয়র	১৭১৩	খৃষ্টাব্দ
হুমায়ুন	১৫৩০	,,	রফিউদ্‌	১৭১৯	,,
শের শাহ	১৫৪০	,,	নেকশীয়র	,,	,,
হুমায়ুন (পুঃ)	১৫৪৫	,,	রফিউদ্দৌলা	,,	,,
আকবর	১৫৫৬	,,	মহম্মদ শাহ	,,	,,
জাহাঙ্গীর	১৬০৫	,,	ইব্রাহিম	১৭২০	,,
সাজাহান	১৬২৮	,,	আহম্মদ শাহ	১৭৪৮	,,
ঔরংজীব	১৬৫৮	,,	২য় আলমগীর	১৭৫৪	,,
১ম বহাদুর শাহ	১৭০৭	,,	২য় শাহ আলম	১৭৫৯	,,
জাহান্দর শাহ	১৭১২	,,	২য় আকবর	১৮০৬	,,
২য় বাহাদুর শাহ	১৮৩৭	খৃষ্টাব্দ			

ব্রিটিশ-ভারতের শাসনকর্ত্তাগণের নাম

বাঙ্গলার গভর্ণর জেনারেলগণ

তারকা চিহ্নিত নামগুলি অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলগণ।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ

* সার্ জন ম্যাক্ফার্সন	১৭৮৫	খ্রীষ্টাব্দ
আর্ল কর্ণওয়ালিস্	১৭৮৬	,,
সার্ জন্ শোর	১৭৯৩	,,
* সার্ এলিউর্ড ক্লার্ক	১৭৯৮	,,
মার্কুইস্ ওয়েলেস্লী	,,	,,
আর্ল কর্ণওয়ালিস্ (পুনঃ)	১৮০৫	,,
* সার্ জর্জ্জ বার্লো	,,	,,
আর্ল অফ মিণ্টো (১ম)	১৮০৭	,,
মার্কুইস্ অফ হেষ্টিংস্	১৮১৩	,,
* জন্ এডাম	১৮২৩	,,
ব্যারণ (আর্ল) আমহার্ষ্ট	,,	,,
* উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেইলি	১৮২৮	,,
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক	,,	,,

ভারতের গভর্ণর জেনারেলগণ

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক	১৮৩৩	খ্রীষ্টাব্দ
সার চার্লস্ মেটকাফ	১৮৩৫	,,
ব্যারণ অক্ল্যাণ্ড	১৮৩৬	,,
ব্যারণ এলেনবরা	১৮৪২	,,
সার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪	,,

আর্ল ডালহৌসী	১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ
ভায়কাউণ্ট আর্ল ক্যানিং	১৮৫৬ „

ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়গণ

আর্ল ক্যানিং	১৮৫৮	খ্রীষ্টাব্দ
আর্ল অফ্ এলগিন (১ম)	১৮৬২	„
* সার্ রবার্ট নেপিয়ার	১৮৬৩	„
* সার উইলিয়ম ডেনিসন	„	„
সার্ জন (লর্ড) লরেন্স	১৮৬৪	„
আর্ল অফ মেয়ো	১৮৬৯	„
* সার্ জন ষ্ট্র্যাচী	১৮৭২	„
* লর্ড নেপিয়র	„	„
ব্যারণ (আর্ল) নর্থব্রুক্	„	„
ব্যারণ (আর্ল) লিটন	১৮৭৬	„
মার্কুইস্ অফ রিপণ	১৮৮০	„
আর্ল অফ ডাফরিণ	১৮৮৪	„
মার্কুইস্ অফ্ ল্যান্সডাউন	১৮৮৮	„
আর্ল অফ এলগিন (২য়)	১৮৯৪	„
ব্যারণ (আর্ল) কার্জ্জন	১৮৯৯	„
* লর্ড এম্পথিল	১৯০৪	„
ব্যারণ (আর্ল) কার্জ্জন (পুনঃ)	„	„
আর্ল অফ মিণ্টো (২য়)	১৯০৫	„

ব্যারণ হার্ডিঞ্জ	১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ
ব্যারণ চেমস্‌ফোর্ড	১৯১৬ ,,
লর্ড রেডিং	১৯২১ ,,
লর্ড আরউইন	১৯২৬ ,,
* লর্ড গোসেন	১৯২৯ ,,
লর্ড আরউইন	,, ,,
লর্ড উইলিংডন	১৯৩১ ,,
* সার জর্জ্জ ষ্ট্যান্‌লী	১৯৩৪ ,,
লর্ড উইলিংডন	,, ,,
লর্ড লিন্‌লিথগো	১৯৩৬ ,,

খেলা-ধূলা

১। খেলার ভূমির পরিমাণ :—

খেলার নাম	পরিমাণ	
	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ
ফুটবল	১৩০ গজ	১০০ গজ
ব্যাডমিণ্টন	৪৪ ফিট	২০ ফিট
হকি	১০০ গজ	৫০ গজ

খেলার নাম	পরিমাণ	
	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ
টেনিস ডবল কোর্ট	৭৮ ফিট	৩৬ ফিট
সিঙ্গেল কোর্ট	৭৮ ফিট	২৭ ফিট
বাস্কেট	৭৫ ফিট	৪৫ ফিট
ওয়াটার পোলো	৩০ গজ	২০ গজ

(ইহা ফুটবলের ন্যায় জলে খেলা হয়)

২। প্রতি চারি বৎসর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে আন্ত-র্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে তাহাকে আলম্পিক ক্রীড়া বলে।

৩। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন নামটীর সংক্ষিপ্ত নাম আই, এফ. এ.

৪। মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব নামটীর সংক্ষিপ্ত নাম এম. সি. সি.

৫। অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্যালয়ের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণকে অক্সফোর্ড ব্লু বলে।

৬। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোশিয়েসনের লীগের খেলায় ১৯৩৪-৩৮ সাল পর্য্যন্ত পর পর পাঁচ বৎসর জয়লাভ করিয়া মহামেডান স্পোর্টিং দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া-ছিল।

৭। প্রতি বৎসর বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয়।

৮। নানাজাতীয় খেলায় নিম্নলিখিত কথাগুলি চলিত আছে :—

হকি খেলায় —বুলি অফ	ক্রিকেট খেলায়—এল. বি. ডবলু.
ক্রিকেট „ —নো বল	„ „ —বাই
„ „ —মেডেন ওভার	টেনিস „ —এ লেট
„ „ —ফলো অন	„ „ —এ ফল্ট
„ „ —ওয়াইড বল	„ „ —ডেন্স
„ „ —বাম্প বল	ব্রিজ „ —নো ট্রাম্প

৯। টেনিস খেলায় উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় যদি ৩ পয়েণ্ট করিয়া পায় তাহাকে ডেন্স বলে।

১০। যদি কোন খেলোয়াড় টেনিস খেলায় নিয়ম না মানিয়া সার্ভ করে তাহা হইলে সেই সার্ভিসকে ফল্ট বলে।

১১। ক্রিকেট খেলায় যে ওভারে কোন রান হয় না তাহাকে মেডেন ওভার বলে।

১২। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটস ম্যান বল মারার পর যে বল একবার মাটিতে লাগিয়া শূন্যে উঠিয়া যায় তাহাকে বাম্প বল বলে

১৩। হকি খেলায় প্রথম বল মারিবার পূর্ব্বে উভয় দলের দুই জন খেলোয়াড় তাহাদের ষ্টিক তিন বার ঠোকাঠুকি করিয়া থাকে তাহাকে বুলি অফ বলে।

জীবনী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙলা দেশ ও বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য তিনি কত চেষ্টা করেন, তোমরা বড় হইয়া তাঁহার জীবনী পাঠে অবগত হইও। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, উত্তরাম চরিত প্রভৃতি প্রধান। বর্ণ পরিচয় পড়িয়াই তোমরা লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াছ। দারিদ্র্যের জন্য তাঁহার ছেলেবেলা অতি কষ্টে কাটিয়াছিল, তাই দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি ১৮৯১ সালে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

চৈতন্যদেব-

১৪৮৫ সালে নবদ্বীপে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী দেবী। ছেলে বেলায় ইনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ঈশ্বরীপুরী নামক এক সাধুর নিকট দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাসী হন। বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে ১৫৩৩ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইনি প্রবর্ত্তক।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—

হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৩ সালে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। জান্-বাজারের রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে যে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি তাহার পুরোহিত নিযুক্ত হন। পরমহংসদেব আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। কালী সাধনায় ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিবেকানন্দ—

কলিকাতায় সিমুলিয়া নামক স্থানে ১৮৬২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিল। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো সহরে ধর্ম্ম সভায় ইনি যোগদান করেন। বেলুড় মঠ, আলমোড়ার ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সম্প্রদায় ইঁহার অতুল কীর্ত্তি। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি অতি উপাদেয় গ্রন্থ সকল ইনি রচনা করেন। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ—

১৮৭০ সালে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভুবন মোহন দাশ। আদিবাস তেলিরবাগ—ঢাকা। ব্যারিষ্টারী করিয়া ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়া ইনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করেন ও ১৯২১ সালে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চিত্তরঞ্জন

সাহিত্য সেবীও ছিলেন। মালঞ্চ, মালা, সাগর সঙ্গীত প্রভৃতি রচনা করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

১৮৬৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৮৮৮ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের অন্যতম জজ ও ১৯২০ সালে কিছুদিনের জন্য প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। চারিবার ইনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হন। ১৯২৩ সালে পাটনায় মামলা করিতে গিয়া ১৯২৪ সালে ইনি সেইখানেই মারা যান। আশুতোষের অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'বাঙ্গলার বাঘ' বলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

১৮৩৮ সালে রাণাঘাটের নিকট কাঁটাল পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে প্রথম বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। ইনি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্রষ্টা। ১৮৯৪ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন।

হাজি মহম্মদ মহসীন—

১৭৩২ সালে হুগলী নগরীতে জন্ম। ইনি ভগ্নীর অর্থ প্রাপ্ত

হন ও অতিশয় দাতা ছিলেন। ১৮০৬ সালে ১৫৬০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি শিক্ষার জন্য দান করেন। হুগলীর ইমামবাড়ী, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি মহসীনের অর্থে স্থাপিত।

হ্যানিম্যান—

১৭৭৫ সালে সাক্সনের মাইসেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৯ সালে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। ইনি হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তা। অরগ্যানন ইঁহার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৮৪৩ সালে প্যারিসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজী—

পিতা শাহজী ভোঁসলে। ১৬২৭ সালে শিবনের দুর্গে ইঁহার জন্ম। মাওয়ালী নামক পার্ব্বত্য জাতিকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখাইয়া মুসলমানদিগের অধিকারে লুট পাট করিয়া ইনি দুর্গ ও অর্থ হস্তগত করেন। মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৬৬৪ সালে শিবাজী রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাট অরঙ্গজেব কোন ক্রমেই ইঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। ১৬৮০ সালে সম্মানের সহিত রাজত্ব করিতে করিতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নেপোলিয়ান—

করসিকা দ্বীপের এজাশো শহরে ১৭৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৪ সালে ফ্রান্সের রাজা হন ও যুদ্ধ করিয়া প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। বিভিন্ন দেশের রাজারা

মিলিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ইনি এল্‌বা দ্বীপে চলিয়া যান। ১৮১৫ সালে আবার ফিরিয়া আসিলে ওয়াটারলু যুদ্ধে ওয়েলিংটন তাঁহাকে পরাজিত করেন। ১৮২১ সালে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইনি মারা যান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

১২৭০ সালে কৃষ্ণনগরে ইঁহার জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। ইনি কবি ও নাট্যকার ছিলেন। হাসির গান, আষাঢ়ে, মেবার পতন প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচিত। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার ইনিই প্রতিষ্ঠাতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

যশোহরের সাগর দাঁড়ি গ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতা রাজ নারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম জাহ্নবী। ১৮৪৩ সালে ইনি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও মাইকেল উপাধি পান। শর্ম্মিষ্ঠা পদ্মাবতী, তিলোত্তমা সম্ভব, মেঘনাদ প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচিত। বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। ১৮৭৩ সালে বহু কষ্ট পাইয়া তিনি মারা যান।

গোখেল—

জন্ম ১৮৬৬ সালে কোলাপুরে। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট রাজ-নৈতিক নেতা। ১৯০৫ সালে ইনি বারাণসী কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৫ সালে গোখেল মারা যান।

নানক—

১৪৬৯ সালে লাহোরের তালবণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কালু—মাতা ত্রিতপা। ২৭ বৎসর বয়সে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতেই শিখ ধর্ম্ম। নানকের নিকট হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ ছিল না। ১৫৩৯ সালে মৃত্যু হয়।

কালিদাস—

বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। ইঁহার রচিত বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মেঘদূতম্, ঋতু সংহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক ও কাব্য। সিংহল দ্বীপে ইনি নিহত হন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

চাঁদসুলতানা—

পিতা আহমদ্ নগররাজ হোসেন নিজাম শাহ। স্বামী বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ। ইনি অপূর্ব্ব শৌর্য্যবতী রমণী ছিলেন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

রাণী ভবানী—

নাটোরের জমিদার রামকান্তের পত্নী। পিতা বগুড়া জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরী। মাতা কস্তুরী দেবী। ১১৫৩ সালে ৩২ বৎসর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হইলে ইনি বাৎসরিক্ দেড় কোটী টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করেন।

মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ও দা... কোটী টাকার অধিক ব্যয় করেন। ৭১ বৎসর বড় নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

১২৬৮ সালে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য, নাটক, কবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি সকল বিভাগেই ইনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গীতাঞ্জলি ইংরাজী অনুবাদ পাশ্চাত্যদেশে সমাদৃত হয় এবং ১৯১২ সালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রাচীন ভারতের আশ্রমের অনুরূপ ইনি বোলপুর শান্তি নিকেতন ও বিশ্ব ভারতী প্রতিষ্ঠা করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—

১২৫০ সালে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার। শঙ্করাচার্য্য; প্রফুল্ল, বলিদান প্রভৃতি প্রায় ৭০ খানি নাটক রচনা করেন। এই গুলি দেশে প্রাণের সাড়া আনিয়াছিল। লোকে ইঁহাকে বাঙ্গলার গ্যারিক বলিত। ১৩১৮ সালে মৃত্যু হয়।

শেক্‌সপীয়র--

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ১৫৬৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৩৮ খানি নাটক ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা

২।র রচিত একখানি সাব্য গ্রন্থও আছে।

৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৮ সালে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলাতে I. C. S পাশ করিয়া ইনি আসামে ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ ও ১৯০২ সালে যথাক্রমে পুনা ও আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হন। বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনের ইনি প্রসিদ্ধ নেতা। ১৯২০ সালে ইনি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯২৫ সালে পরলোক গমন করেন।

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—

১৮৬১ সালে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্ম হয়। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইনি একটী সার্কাস কোম্পানীতে যোগদান করেন। এই কোম্পানীর সহিত সুরেশচন্দ্র জার্ম্মাণী ও আমেরিকা যান। আমেরিকায় সার্কাস ত্যাগ করিয়া সরকারী পশুশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়া [illegible] ন। ১৯০৫ সালে

রাইও-ডি-[illegible]

